গণ তদন্ত প্রতিবেদন

গণশুনানী ধনবাড়ী

১০ মার্চ ২০১২

গণ শুনানীতে উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিক, এলাকাবাসী সকলকে ধনবাড়ী ভূমিহীন সংগঠনের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা।

ভূমিকা ঃ

১৯৮২ সালে ধনবাড়ী উপজেলায় নিজেরা করি কার্যক্রম শুরু করে। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছি। এসব কার্যক্রম এর ধারাবাহিকতায় ভূমিহীন সংগঠন এবং নিজেরা করি'র যৌথ উদ্যোগে আজকের গণ শুনানী।

তথ্য অধিকার আইন এবং আমাদের শিক্ষা ঃ

২০১০ সাল হতে নিজেরা করি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মী, ভূমিহীন সদস্য আবার কখনো কর্মী এবং ভূমিহীন সদস্যদের নিয়ে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠান করে। এভাবে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আমরা শিক্ষা অর্জন শুরু করি। প্রথম পর্যায়ে আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে শিক্ষা অর্জন, দ্বিতীয় পর্যায়ে আইনের এই শিক্ষাকে মাঠে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন। এসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফলোয়াপ কর্মশালা করে তথ্য অধিকার আইনকে আমরা আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করেছি। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে এই শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের সব চাইতে বড় শিক্ষা ছিল শুধু তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলেই এই আইনকে কার্যকর করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জীবনে তথ্য অধিকার আইনের কোন সুফল আসবে না বরং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একমাত্র প্রশ্ন তোলার মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা সম্ভব।

গণ শুনানীর উদ্দেশ্য/প্রত্যাশা ঃ

ভূমিহীন সংগঠন বিশ্বাস করে সমাজ ও রাষ্ট্রে অংশীদারিত্বমূলক গনতান্ত্রিক চর্চা দরিদ্র বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। ভূমিহীন সংগঠন মনে করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল নাগরিকদের অংশগ্রহনের জন্য প্রয়োজন নিজেদের সংগঠন, চেতনায়ন ও ক্ষমতায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

- বাংলাদেশ সরকার সংবিধান এবং তথ্য অধিকার আইন উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
- তথ্য অধিকার আইনে আরো গুরুত্বের সাথে স্বীকার করে বলা হয়েছে "জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"।
- তথ্য অধিকার আইন এর প্রত্যাশা হিসেবে বলা হয়েছে সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভূমিহীন সংগঠন আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা গেলেই একমাত্র দরিদ্র অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার আদায় করা সম্ভব। যার ভিত্তিতে জীবনমান উন্নয়ন, সেবাখাতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস, বৈষম্য কমানো সহ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

গণশুনানীর প্রস্তুতি ঃ

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ভূমিহীন সংগঠন ও নিজেরা করি যৌথভাবে গণশুনানী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়। গত ৮ মাস ধরে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলতে থাকে। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের প্রথমেই ভূমিহীন সদস্য এবং নিজেরা করি'র কর্মীরা যৌথভাবে কর্মশালায় অংশগ্রহন করে। কর্মশালার মাধ্যমে গণশুনানী কি? কেন? গণশুনানীর পদ্ধতি, দায়দায়িত্ব এবং প্রত্যাশা চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন করে। এসব কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভূমিহীন সংগঠন কয়েকটি উপকমিটি গঠন করে।

কমিটিগুলো যথাক্রমে -

১.সার্বিক সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা উপকমিটি

২.সাংস্কৃতিক উপকমিটি

৩.প্রচার উপকমিটি

৪.তথ্য সংগ্রহ, গণতদন্ত ও প্রতিবেদন তৈরী উপকমিটি

তথ্য সংগ্রহ, গণতদন্ত ও প্রতিবেদন তৈরী উপকমিটি **মোট ১৯টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে।** ১৯টি আবেদনের মধ্যে ১৮টি আবেদন এর তথ্য নির্দিষ্ট সময়ে পায়। তবে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর প্রকল্প প্রস্তাবনা, মাষ্টাররোল আবেদন করেও তথ্য পাওয়া যায়নি। পরে আপীল আবেদনের ভিত্তিতে ভূমিহীন সদস্যরা উক্ত তথ্য সংগ্রহ করে।

উল্লেখ্য আবেদনকৃত তথ্য এমন কোন গোপনীয় তথ্য নয় যে, জনগণকে আপীল আবেদন করে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমরা ভূমিহীন সদস্যরা মনে করি প্রাথমিক আবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে অবহিত না করে, শেষ মূহূর্তে তথ্য প্রদান না করা তথ্য অধিকার আইনের লংঘন। অপরদিকে আবেদনকারীকে হয়রানী করার সামিল এবং নাগরিক অধিকার লংঘনের প্রমাণ।

গণশুনানীর বিষয় ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়, ২০০৮-২০০৯ সালে কর্মহীনদের জন্য ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী গ্রহন করে। পরবর্তীতে ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ সালে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী" বাস্তবায়ন করে আসছে।

ভূমিহীন সংগঠন প্রথম হতেই কর্মসংস্থান কর্মসুচীকে দরিদ্র বান্ধব কর্মসুচী হিসেবে গ্রহন করে। বিভিন্ন সময় ভূমিহীন সংগঠন আলোচনা, কর্মশালা প্রভৃতিতে এই কর্মসুচীর সুবিধা-অসুবিধা বিচার-বিশ্লেষন করে আসছে।

গণতদন্তে প্রাপ্ত তথ্যগুলো প্রতিবেদন আকারে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালায় ভূমিহীন সংগঠন বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী"কে গণশুনানী'র বিষয় হিসেবে গ্রহন করে। **তবে ২০১০-২০১১ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের (মার্চ-এপ্রিল) ৪০ দিনের কার্যক্রমের তথ্যাদী গণশুনানীতে তুলে ধরা হচ্ছে।**

গণশুনানীর এলাকা ঃ
২টি ইউনিয়ন যথাক্রমে পাইস্কা ও যদুনাথপুর, গণশুনানীর কর্মএলাকা নির্ধারন করে ভূমিহীন সংগঠন।

গণতদন্ত পদ্ধতি এবং কার্যক্রমঃ
গণশুনানীর জন্য তথ্য যাচাই- বাছাই, সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দিক। এজন্য ভূমিহীন সংগঠন **মোট ৮টি গণতদন্ত** দল গঠন করে। প্রতিটি গণতদন্ত দলে রয়েছে মোট ১০ জন সদস্য। সদস্যদের মধ্যে গণতদন্ত দলে একজন টিম লিডারের দায়িত্ব পালন করে। ৮টি গণতদন্ত দল ২রা মার্চ হতে ৮মার্চ মোট ৭দিনে ৪৫টি গ্রামে তদন্ত কার্যক্রম চালায়।

গণতদন্ত দল ৭দিন ধরে ২টি ইউনিয়নের মোট ৪০৭জন (নারী-১৪১ ও পুরুষ-২৬৬) সাক্ষাৎকার গ্রহন করে। মুলত কর্মসংস্থানে জন্য এলাকার বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রাম ,জামালপুর এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থান করার কারণে মোট ১১১জন (নারী-২৯ ও পুরুষ-৮২) শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী ৪০৭জন শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে সকল শতকরা হারের হিসেব বের করা হয়েছে। গণতদন্ত দল অনুমোদিত শ্রমিক তালিকা, মাষ্টাররোল,অনুমোদিত প্রকল্প ও নকশা এবং অন্যান্য তথ্য ও দলিল পত্রের ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গণতদন্তে প্রাপ্ত তথ্যগুলো প্রতিবেদন আকারে তুলে ধরার জন্য ৪টি বিষয়কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

১. **রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা**
২. **প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া**
৩. **শ্রমিক বাছাই এবং শ্রমিক তালিকা অনুমোদন প্রক্রিয়া**
৪. **কার্যক্রম দেখাশুনা, (মনিটরিং) হাজিরা উত্তোলন, মাষ্টাররোল তৈরী এবং ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরীর অর্থ প্রদান।**

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা-

গণশুনানীর জন্য যে সব রেকর্ডপত্র সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয় তার তালিকা নিম্নরূপ-

১. তথ্য অধিকার আইন পর্যালোচনা
২. অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর বাস্তবায়ন নীতিমালা পর্যালোচনা
৩. অনুমোদিত প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা
৪. প্রস্তাবিত এবং অনুমোদিত শ্রমিক তালিকা পর্যালোচনা
৫. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসুচী ও অন্যান্য কর্মসুচী তালিকা পর্যালোচনা
৬. মাষ্টাররোল পর্যালোচনা
৭. প্রকল্পের বাজেট পর্যালোচনা
৮. ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের অনুরোধ পত্র
৯. কাজের বিনিময়ে খাদ্যও টেস্ট রিলিফ কার্যক্রমের প্রকল্প সমূহ পর্যালোচনা

পাইস্কা ইউনিয়ন ঃ

প্রকল্প নং ০১

ক) পাইস্কা সুজনের দোকান হতে হালিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা

খ) পাইস্কা মোড় হতে মতিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

গ) ঝিকুটিয়া হতে থোড়া রাস্তা মেরামত

ঘ) মাদ্রাসা হতে কাদের মৌলভীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

ঙ) কুর্শি নদীর পাড় খালের মুখ হতে আইনুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

চ) থোরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পাইস্কা শেষ সীমা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৪৩ জন, বরাদ্দ ২,৫৮,০০০/=

প্রকল্প নং ০২

ক) ফুলবাড়ী ব্রীজ হতে ফুলবাড়ী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

খ) পাইস্কা ব্রীজ হতে বিল পাইস্কা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

গ) কয়ড়া পূর্বপাড়া জুলহাসের মুরগীর খামার হতে চরধুলী ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

ঘ) আটাপাড়া বাচ্চুর দোকান হতে হাসমতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

ঙ) বেড়ীপটল ব্রীজের পশ্চিম পাশ হতে রাজ্জাক মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৭৩ জন, বরাদ্দ ৪,৩৮,০০০/=

প্রকল্প নং ০৩

ক) বাদুড়িয়া হতে মজিদ মেম্বারের বাড়ী হয়ে বেলতলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

খ) দরিচন্দবাড়ী বেলতলা হতে দরিচন্দবাড়ী চরপাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

গ) দরিচন্দবাড়ী রশিদের বাড়ী হতে হাতিবান্ধা ওমরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

ঘ) সৈদরপাড়া আনোয়ারের বাড়ী হতে বাদুড়িয়া মাঠ পার হয়ে টাউরিয়া আজিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

ঙ) টাউরিয়া ব্রীজ হতে মোতালেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

চ) প্যারিআটা পলাশের বাড়ী হতে হরিনাতেলী রাজেন্দ্রবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৯৬ জন, বরাদ্দ ৫,৭৬,০০০/=

প্রকল্প নং ০৪

ক) কুর্শি নুর ইসলামের বাড়ী হতে কুর্শি বইরান নদী পর্যন্ত খাল খনন

শ্রমিক ৭ জন, বরাদ্দ ৪২,০০০/=

যদুনাথপুর ইউনিয়ন

প্রকল্প নং ০১

ক) ছাত্তারকান্দি ছামাদ মাষ্টারের বাড়ী হতে চরপাড়া হয়ে মির্জাপুর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৭৯ জন, বরাদ্দ ৪,৭৪,০০০/=

প্রকল্প নং ০২

ক) বওলা ব্রীজ হতে আমিরপুর আটাপাড়া হয়ে দৈইলা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৯২জন, বরাদ্দ ৫,৫২,০০০/=

প্রকল্প নং ০৩

ক) পাতলাচড়া মাজমের বাড়ী হতে মামুদপুর হয়ে বন্ধ হাওড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৪৭জন,বরাদ্দ ২,৮২,০০০/=

প্রকল্প নং ০৪

ক) বাড়ইপাড়া ওসমান গনির বাড়ী হতে জমসেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৩১জন, বরাদ্দ ১,৮৬,০০০/=

প্রকল্প নং ০৫

ক) ইসলামপুর চৌরাটা মিঠুর বাড়ী হতে উখারিয়া বাড়ী সকাল বাজার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

খ) উখারিয়া বাড়ী স্কুল হতে লাল মিয়ার দোকান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

গ) লালমিয়ার দোকান হতে মমিনপুর পুকুর পাড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত

শ্রমিক ৫০জন, বরাদ্দ ৩,০০,০০০/=

অনুমোদিত প্রকল্পের বাইরে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ

অনুমোদিত প্রকল্পের সাথে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে গণতদন্ত দল পাইস্কা এবং যদুনাথপুর ইউনিয়নে অনুমোদন ছাড়া বিভিন্ন স্থানে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রমাণ পায়। যেমন-

- পাইস্কা ইউনিয়নের "হিতান বিলে রাস্তা মেরামত" এর কাজ করা হয়েছে।
- যদুনাথপুর ইউনিয়নে "দৈইলা ব্রীজ হতে বক্তারপুর নদীর পাড়" পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করা হয়েছে।

গণতদন্ত দল অনুমোদন বহিভূর্ত কার্যক্রম নিয়ে এলাকার জনগনের সাথে কথা বলে। কার্যক্রমের তথ্য-প্রমাণ দেখান। এ প্রেক্ষিতে শ্রমিকরা তদন্ত দলকে জানান, প্রকল্প অনুমোদনের নিয়ম বা নীতি তারা কিছুই জানেন না। কোন ইউনিয়নে কয়টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে তাও জানেন না। কোথায় সেসব প্রকল্পের কাজ হবে সেসব স্থান তারা চেনেন না। কোন প্রকল্পে কতজন শ্রমিক, কতদিন কাজ করবে, প্রকল্প বরাদ্দ অর্থের পরিমান কত? এমনকি, প্রকল্প কমিটির সদস্য কারা? প্রকল্প কমিটির দায়িত্ব কি? এসব কোন তথ্যই তাদের জানা নেই। শ্রমিকরা শুধুমাত্র স্থানীয় মেম্বার বা কোন এক সর্দারের নির্দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছে।

গণতদন্তের সময় সদস্যরা অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ দেখান। সরকারীভাবে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ও অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ দেখে সাক্ষাৎকার দাতা ৪০৭ জন শ্রমিক জানান অনুমোদন ছাড়া উক্ত দুটি স্থানে তারা রাস্তা মেরামতের কাজ করেছে। এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং শ্রমিক উভয়েই স্পষ্টভাবে দাবী করে অনুমোদিত প্রকল্প ছাড়া উক্ত কাজ গুলো কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত পারিবারিক রাস্তা এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ আগে হতেই কিছুটা করিয়ে নেয়া হয়েছে।

- তদন্তে চিহ্নিত ঘটনা গুলোর সারাংশ হিসেবে গণতদন্ত দল মনে করে, অনুমোদিত প্রকল্প এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে পরিস্কার ধারনা প্রদান করা হয়নি।
- অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বরং তথ্য গোপন করা হয়েছে।
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মতন কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ এর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যা **কর্মসূচী বাস্তবায়ন নীতিমালার ১.১** ধারা অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার যে লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে, তার স্পষ্ট লংঘন।

অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অনেক সাক্ষী আজকের গণশুনানীতে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে **১. জহের, গ্রাম- সৈদরপাড়া ২. লিলি, গ্রাম- কয়ড়া ৩. জিয়াউল, গ্রাম- ন্যাটা মশড়া।** তার বাস্তব অভিজ্ঞতা গুলো সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরার জন্য তাকে মাইকে এসে বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রমিক বাছাই ঃ

কর্মসুচী বাস্তবায়ন নীতিমালার ধারা ৮ এর অধীনে সুবিধাভোগী হওয়ার মোট ৯টি শর্ত ও যোগ্যতা নির্ধারন করা হয়েছে। ৮টি গণতদন্ত দল শ্রমিক বাছাই নীতিমালা, অনুমোদিত শ্রমিক তালিকা, মাষ্টাররোল এবং প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্ড প্রাপ্তদের তালিকার ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

তবে সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী মোট ৪০৭জন শ্রমিকের তথ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে নীতিমালা অনুযায়ী মোট ১৮১জন (নারী ৩৮ ও পুরুষ ১৪৩) শ্রমিক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা লংঘনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতির হার ৪৫% (নারী ২৭% ও পুরুষ ৫৪%)।

ইউনিয়ন ভিত্তিক শ্রমিক বাছাইয়ের অনিয়মের হার পাইস্কা ইউনিয়নে ৩৯% (নারী ২৩% ও পুরুষ-৪৫%)। যদুনাথপুর ইউনিয়নে ৫০% (নারী ২৯% ও পুরুষ ৬২%)। তদন্ত দলের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা গেছে পুরুষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অনিয়ম বেশি এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি বঞ্চিত। নারীদের অধিকার হরণ করা হয়েছে।

৮টি দলের গণতদন্তে শ্রমিক বাছাই এর ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম, অভিযোগ, দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যাদী ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
কর্মসুচী বাস্তবায়নের **৮ নং ধারার ক ও ঙ নং শর্ত "বসতবাড়ী ব্যতীত যাদের কৃষি জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের কম তারা শ্রমিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হবেন"।** গণতদন্ত দল শ্রমিক বাছাই এর এই শর্ত ও যোগ্যতার ভিত্তিতে অনুমোদিত শ্রমিকদের কৃষি জমির দলিল, খতিয়ান পর্যালোচনা করে।

এছাড়া শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী মোট ২৪জন (পাইস্কা-৮ ও যদুনাথপুর-১৬) শ্রমিক তালিকাভুক্ত হয়েছে। যাদের কৃষি জমির পরিমান ৫০ শতাংশের বেশী। নীতিমালা পরিপন্থি বাছাই এর হার-৬%। **যা নীতিমালা অনুযায়ী ৮নং ধারার ক ও ঙ নং শর্তেও স্পষ্ট লংঘনের প্রমাণ।** নিয়ম লংঘন করে বাছাইকৃত ২৪জন শ্রমিকের অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন। **তাদের মধ্যে ১. ফজলুল হক গ্রাম ঝিকুটিয়া, ২. নবিজল গ্রাম- শ্রীহরিপুর।** তাদের কে প্রমাণাদি সহ মাইকে এসে সাক্ষী দেবার অনুরোধ করছি।

এছাড়া তদন্তদল যদুনাথপুর ইউনিয়নের ১. যদুনাথপুর ২. বিজয়পুর ৩. নিচনপুর উক্ত তিনটি গ্রাম হতে কোন একজন নারী- পুরুষও "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী" শ্রমিক হিসেবে নির্বাচিত হয়নি। যা কর্মসুচী বাস্তবায়নের শ্রমিক বাছাই সকল নীতিমালার লংঘন। এবং এই তিনটি জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান এর অধিকার বঞ্চিত করার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ।

কর্মসুচী বাস্তবায়ন নীতিমালার ৮নং ধারার খ শর্তে "কর্মহীন এবং অদক্ষ এমন দরিদ্র ব্যক্তি বোঝাবে, যিনি রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, বিদ্যুৎ মিস্ত্রি, গ্যাসমিস্ত্রি বা কারখানার শ্রমিক নন। তারা শ্রমিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হবেন"। তদন্ত দল শ্রমিকদের পেশা সম্পর্কিত তথ্যাদী সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকার গ্রহন এবং এলাকার মানুষের সাক্ষীর ভিত্তিতে মোট ৩২জন (রাজমিস্ত্রি-১২,কাঠমিস্ত্রি-৩, দর্জি-২, ব্যবসায়ী-১২,সরকারী কর্মচারী-৩)। যা সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে নীতিমালা উপেক্ষা করে বাছাই এর হার-৯% এবং **নীতিমালার ৮ নং ধারার 'খ' নং সম্পূর্ন লংঘনের প্রমাণ বহন করে।** উল্লেখ্য গণতদন্ত কালে এসব শ্রমিকদের অনেকেই বলেন, তারা নিজেরাও জানেন না যে, তারা তালিকাভুক্ত শ্রমিক হয়েছেন।

গণশুনানীতে সত্য কথা তুলে ধরতে তাদের অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন। **তাদের মধ্যে- ১.হুমায়ন, গ্রাম-ঘাগড়া, ২.সুজন, গ্রাম-বওলা।** তাদের কে মাইকে এসে সাক্ষী দেবার আহ্বান করছি।

কর্মসুচী বাস্তবায়ন নীতিমালা ৮ নং ধারায় গ নং শর্তে "১৮-৬০ বছর বয়সী কর্মক্ষম ব্যক্তি শ্রমিক হিসেবে নির্বাচিত হবেন"। গণতদন্ত দল শ্রমিক বাছাই নীতিমালার ভিত্তিতে শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহন এর সময় তদন্ত দল জাতীয় পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে সঠিক বয়স চিহ্নিত করেন। তদন্ত দল মোট ৩৬জন (নারী ৭ এবং পুরুষ ২৯) শ্রমিকদের প্রমাণ পান যাদের বয়স ৬০ বছরের উর্দ্ধে এবং ১জন শ্রমিকের প্রমাণ পান যার বয়স ১৮ বছরের নীচে। সে স্থানীয় সে স্থানীয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ভাতিজা এবং পেশায় স্কুল ছাত্র। সে কোনদিন কোন কাজে অংশ নেয়নি।

তদন্তে আরো দেখা গেছে অতিরিক্ত বয়সের কারনে শারিরীক কর্মক্ষমতা হারিয়েছে তারপরও শ্রমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত দলের প্রমাণ সাপেক্ষে **৮ নং ধারায় গ নং ক্রমিকে** অধিক বয়সী কম বয়সী শ্রমিক বাছাইয়ের হার ৯%। যা সম্পুর্নভাবে নীতিমালা পরিপন্থি এবং অপরাধমুলক। ত্রুটিপুর্ণ বাছাই মোট ৩৭জন শ্রমিকের মতে পাইস্কা ইউনিয়নে মোট ১৩জন (নারী ২ ও পুরুষ ১১) ও যদুনাথপুর ইউনিয়নে মোট ২৪জন (নারী ৫ ও পুরুষ ১৯)।

আজকের গণশুনানীতে নীতিমালা অনুযায়ী বাছাই করা হয়নি এমন অনেকে উপস্থিত আছেন। তাদের মধ্যে **১.ছামান আলী, গ্রাম- জাগিরাচালা ২. আ: খালেক, গ্রাম-দরিচন্দ বাড়ী ৩. হাজেরা, গ্রাম- দরিচন্দ বাড়ী** । তাদের কে মাইকের সামনে এসে বাস্তব সাক্ষী দিতে অনুরোধ করছি।

কর্মসুচী বাস্তবায়নের নীতিমালা ৮নং ধারার ঘ নং শর্তে বলা হয়েছে,"নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের ১জন কাজ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে"। এছাড়াও ৮ নং ধারার ছ নং শর্তে বলা হয়েছে **"নিবন্ধনকৃত শ্রমিকের অসুস্থতা জনিত কারণে তার পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে কাজ দেয়া যাবে এবং ড্রপ আউট হলে/মারা গেলে তার পরিবর্তে অন্য শ্রমিক নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে উপজেলা কমিটির অনুমোদন গ্রহন করতে হবে"**। গণতদন্ত দল এলাকাবাসী এবং মোট ৪০৭জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহন করে। তদন্ত এর সময় খানা হিসেবের ভিত্তিতে একই খানার ২ জন করে মোট ১৬জন (নারী-৮ ও পুরুষ-৮) শ্রমিকের তথ্য প্রমাণ পায়। যার হার ৪%। পাইস্কা ইউনিয়নে ৮জন (নারী-৩ ও পুরুষ-৫) এবং যদুনাথপুর ইউনিয়নে ৮জন (নারী-৫ ও পুরুষ-৩)। এ দুই ইউনিয়নের মধ্যে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী ১০জন, ভাই-বোন ৪জন। বাবা-ছেলে ২জন। এসব খানার দুইজন করে সদস্য কেউ বদলী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেনি। বরং নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে অন্যান্য দরিদ্র পরিবারগুলোর কাজের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রমিক বাছাই প্রক্রিয়ায় এই অনিয়ম স্বজন-প্রীতি **নীতিমালায় ঘ নং শর্তের স্পষ্ট পরিপন্থি** এবং লংঘন। এসব পরিবারের অনেকেই আজকের গণশুনানীতে উপস্থিত হয়েছেন। **তাদের মধ্য হতে ১.ইব্রাহীম ও তার স্ত্রী সরলা, গ্রাম-পাতলা চড়া ২. আজমত, গ্রাম-উখারিয়া বাড়ী, ৩. মাজেদা, গ্রাম- উখারিয়া বাড়ী।** তাদের মঞ্চে এসে সাক্ষী দেয়ার অনুরোধ করছি।

কর্মসুচী বাস্তবায়নের নীতিমালা ৮নং ধারার চ নং শর্তে বলা হয়েছে, "কর্মসুচী চলাকালীন সময়ে সরকারের চলমান সামাজিক নিরাপত্তামুলক ও অন্যান্য যেকোন একটি কর্মসুচীর সাথে যুক্ত থাকলে ঐ ব্যক্তি এ কর্মসুচীর আওতাভূক্ত হতে পারবেন না"। গণতদন্ত দল এই নীতিমালা এবং সামাজিক নিরাপত্তা মুলক কর্মসুচীর কার্ড প্রাপ্তদের তালিকার ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম চালায়। তদন্তে সামাজিক নিরাপত্তা মুলক কর্মসুচীর কার্ড প্রাপ্তরা মোট ২৩জন (নারী-১০ ও পুরুষ-১৩) (বয়স্ক ভাতা-১১, বিধবা ভাতা-৪, ভিজিডি কার্ড-৫, প্রতিবন্ধী ভাতা-২, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা-১)। ব্যক্তিরা উক্ত কর্মসূচির শ্রমিক তালিকাতে রয়েছে। যা সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী ৪০৭ জন শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে ৬%। একই ব্যক্তির দুইধরনের সুবিধা প্রাপ্তি **নীতিমালার ৮নং ধারার চ নং শর্তের** সম্পূর্ন লংঘন এবং অপরাধ। আজকের গণশুনানীতে এ ধরনের অনেকেই উপস্থিত আছেন। তাদের মধ্য হতে **ইসমাইল, গ্রাম-উখারিয়া বাড়ী** তাকে তথ্য-প্রমাণসহ মঞ্চে এসে সাক্ষী দেয়ার অনুরোধ করছি।

কর্মসূচী বাস্তবায়নের নীতিমালা ৮নং ধারার জ নং শর্তে বলা হয়েছে, "মোট শ্রমিক সংখ্যার ৩৩% নারী শ্রমিক হতে হবে"। সরকারের অনুমোদিত শ্রমিক তালিকা অনুযায়ী মোট দুই ইউনিয়নের শ্রমিক সংখ্যা ৫১৮জন (নারী-১৭০ ও পুরুষ-৩৪৮)।

পাইস্কা ইউনিয়নে মোট শ্রমিক ২১৯জন (নারী-৫৯ ও পুরুষ-১৬০) এবং যদুনাথপুর ইউনিয়নে মোট শ্রমিক ২৯৯জন (নারী-১১১ ও পুরুষ-১৮৮)। সরকারীভাবে অনুমোদিত শ্রমিক তালিকা অনুযায়ী পাইস্কা ইউনিয়নে মোট শ্রমিক ২১৯ এর ভিত্তিতে নারী শ্রমিক ২৭ শতাংশ। **যা কোঠা বা শর্ত অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ নারী শ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিমালার স্পষ্ট লংঘন।** অন্যদিকে নারী অধিকারের সম্পুর্ন পরিপন্থি। শুনানীতে এমন অনেক নারী উপস্থিত আছেন, যারা এই কর্মসূচীতে কাজের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছেন। **তাদের মধ্যে ১. নাহার ২. হামিদা খাতুন, গ্রাম- ঝিকুটিয়া ৩. স্বপ্না গ্রাম- বাদুরিয়া,** তাদের মাইকের সামনে এসে সাক্ষী দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নারী শ্রমিকদের হয়রানী-

৮টি তদন্ত দল বিশেষভাবে নারী শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রমাণ পেয়েছে যে, মাটি কাটার স্থানে কখনো কখনো স্থানীয় মেম্বার বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আসতো। তদন্তে মোট ১৬জন নারী শ্রমিক (পাইস্কা-৪ ও যদুনাথপুর-১২) ধমক, উচ্চ-কণ্ঠে আদেশ-নির্দেশ, অবহেলামুলক মন্তব্য প্রভৃতির শিকার হয়। যেমন- নারী শ্রমিকরা কেন বাচ্চাদের সাথে নিয়ে আসে? বাচ্চাদের সাথে আনা যাবে না (৯জন), মাটি কাটতে পারো না কাজে এসেছ কেন? নাম বাদ দিয়ে দেব (৩জন), মাটি কাটার কাজ না করিয়ে গৃহস্থালীর কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে (৪জন)।

এমনকি ৩৯দিন বয়সের সন্তানকে রাস্তার উপর মাটিতে রেখে কাজ করতো। একদিন মা তার সন্ত ানকে খাবার দেয়ার জন্য যায়। ফিরে এলে কাজের সর্দার গালিগালাজ করে বলেন বাচ্চা ছোট, সমস্যা থাকলে কাজ নিলে কেন? ঠিক মত কাজ না করলে নাম বাদ দিয়ে দিব। এছাড়াও অশালীন মন্তব্য করে বলেন "তোমার সাথে তো মেম্বারের সর্ম্পক আছে, তাই তোমার কাজ না করলেও চলে"। হয়রানীর শিকার নারী শ্রমিকের নাম **রানী, গ্রাম বাদুরিয়া, পাইস্কা ইউনিয়ন**। এছাড়াও হয়রানী শিকার হয়েছেন-**১. ফাতেমা, গ্রাম- গোপালবাড়ী, ২. হিন্দুরী, গ্রাম-জাগিরাচালা**। এ সমস্ত হয়রানী, নির্যাতনের শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য **রানী, গ্রাম- বাদুরিয়া, এছাড়াও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুলাল গ্রাম- বাদুরিয়া,** মাইকের সামনে এসে তার সাক্ষী দেবার জন্য আহ্বান করছি।

কার্যক্রম মনিটরিং এবং রিপোর্ট ঃ

কর্মসূচী বাস্তবায়ন নীতিমালা, বিশেষভাবে **ধারা নং ১৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন সরেজমিনে তদারকী এবং ধারা নং ২২ পরিবীক্ষন ও পরিধারন** প্রভৃতির ভিত্তিতে ৮টি গণতদন্ত দল এলাকাবাসী এবং শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করে। গনতদন্তে কার্যক্রম মনিটরিং, প্রতিদিন কাজের আগে এবং কাজের পরে মাপ গ্রহন এবং লিপিবদ্ধ করণ,প্রকল্পের প্রতিটি কার্যক্রম সরেজমিন দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে। যা নীতিমালার পরিপন্থি এবং শ্রমিকদের অধিকার লংঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

১. সকল শ্রমিকদের জব কার্ড প্রদান করা হয়েছে। তবে জব কার্ডে কোনদিন হাজিরা তোলা বা লেখা হয়নি। প্রকল্প শেষে প্রায় সব জব কার্ড ফেরত নিয়ে নেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সাক্ষী দেওয়ার জন্য **১. তালেব আলী, গ্রাম- দরিচন্দবাড়ী, ২. সুরাইয়া, গ্রাম-আমীর পুর।**

২. ৮টি গণতদন্ত দল শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করে। গণতদন্ত দলের কাছে শ্রমিক ভাই-বোনরা সাক্ষী দেয় যে, হঠাৎ হঠাৎ করে এক-দুই দিন ছাড়া মাঠে কাজ দেখাশোনা করার জন্য কেউ আসেনি। পাইস্কা ও যদুনাথপুর এই দুইটি ইউনিয়নের মোট ৯টি প্রকল্পের একাধিক স্থানে কার্যক্রম হয়েছে। এছাড়া গণতদন্ত দলের কাছে ৪০৭জন শ্রমিক স্পষ্টভাবে সাক্ষী দেয় যে, কোন স্থানে কোনদিনই কাজের আগে বা পরে মাটি মাপা এবং হিসাব লিখে রাখা হয়নি। যা শ্রমিকের কাজের স্বীকৃতি ও হিসেব-নিকেশ সংরক্ষন প্রভৃতি নীতিমালার সম্পূর্ন পরিপন্থি। এছাড়াও এই দূর্বলতা এবং অনিয়মের কারণে কাজের মান অত্যন্ত খারাপ হয়েছে বলে এলাকাবাসী এবং শ্রমিকদের দাবী। প্রকল্প কমিটি এবং সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্বের অবহেলারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে সাক্ষী দেওয়ার জন্য **১. আবুল হোসেন গ্রাম-উখারিয়া বাড়ী, ২. জমিলা গ্রাম-কয়ড়া।**

৩. গণতদন্ত দলের কাছে ৪০৭জন শ্রমিকের দেয় সাক্ষাৎকারে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় মোট ১৫জন শ্রমিক মেম্বার বা প্রভাবশালী ব্যক্তির নির্দেশে মাটি কাটার কাজ করেনি। তাদের নির্দেশে উক্ত ১৫জন শ্রমিক মেম্বার - প্রভাবশালীদের জমিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। যা কর্মসুচী বাস্তবায়ন নীতিমালা, শ্রমিকের মর্যাদা এবং অধিকারের পরিপন্থি। গণশুনানীতে এইসব অনিয়মের শিকার হয়েছেন তাদের অনেকেই উপস্থিত আছেন। তাদের মধ্য হতে **১. কাজলী, গ্রাম ইসলামপুর, ২. আমেনা, গ্রাম- কয়ড়া** মাইকে এসে সাক্ষী দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

কাজের মজুরী প্রদানে অনিয়ম ও মজুরীর অর্থ আত্নসাৎ ঃ

হাজিরা লেখা, মাষ্টাররোল তৈরী এবং মজুরী প্রদানে বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে মোট ৩৬৪ জন (নারী ১২২ ও পুরুষ ২৪২) শ্রমিক ন্যায্য মজুরী পায়নি। সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী ৪০৭জন শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে এই অনিয়ম-দুর্নীতির হার ৯০%। পাইস্কা ইউনিয়নে মোট ১৪২জন (নারী ৩৭ ও পুরুষ ১০৫) ইউনিয়ন হিসেবে দুর্নীতির হার ৭৭%। যদুনাথপুর ইউনিয়নে মোট ২২২জন (নারী ৮৫ ও পুরুষ ১৩৭) যদুনাথপুর ১০০%।

এই অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে অতিদরিদ্র শ্রমিকদেও জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন হয়নি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি বলে সাক্ষাৎ প্রদানকারী ৪০৭জন শ্রমিক দাবী করে। উক্ত **বাস্তবায়ন নীতিমালার ১৯ ও ২১ নং ধারা সুস্পষ্ট লংঘন।** শ্রমিকদের রেকর্ডপত্র তৈরী, যাচাই-বাছাই,সংরক্ষন ও মজুরী প্রদানে ব্যাংক কতৃপক্ষ গুলোর দায়িত্বহীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এছাড়াও তদন্তকালে প্রকল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা কর্মসূচী বাস্তবায়ন **নীতিমালার ১৯ নং ধারার ২নং শর্ত** অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থ অপচয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে। নারী পুরুষ শ্রমিকরা এই অভিযোগের সুষ্ঠ তদন্ত এবং নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানায়। নিম্নে এসব অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল-

কর্মসুচী বাস্তবায়নের নীতিমালা বিশেষভাবে ১৫,১৯,ও ২১ নং ধারা এবং মাষ্টাররোল এর ভিত্তিতে গণতদন্ত দল সাক্ষাৎকার গ্রহন করে। গণতদন্ত দল শ্রমিকদের মজুরী প্রদানে অনিয়ম, মজুরীর অর্থ আত্নসাৎ, মাষ্টাররোল তৈরীতে ত্রুটি প্রভৃতি অনিয়মের প্রমাণ পায়। এসকল অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে শ্রমিকরা কাজ করে তবে ন্যায্য মজুরী পায়নি। ফলে কর্মহীন জনগোষ্ঠীর উপার্জন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্য ব্যাপক ভাবে লংঘিত হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী অর্থের রেকর্ডপত্র তৈরী এবং মজুরীর অর্থ প্রদানে শ্রমিক জনগোষ্ঠী একাধিক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছে। তাদের দাবী দুর্নীতির পরিমাণতো কমেইনি বরং দুর্নীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরা হলো।

১.গণতদন্ত দল মোট ৪০৭জনের সাক্ষাৎকার গ্রহন করে। শ্রমিকদের দেয়া তথ্য-প্রমাণ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ২৯জন (নারী-৫ ও পুরুষ-২৪) শ্রমিক কোথাও একদিনও কাজ করেনি। এসব স্বচ্ছল-প্রভারশালী শ্রমিকরা কাজ না করে নির্ধারিত দিনে ব্যাংক হতে মজুরীর অর্থ গ্রহন করেছে। শ্রমিকের সংখ্যার ভিত্তিতে এই অনিয়ম-দুর্নীতির হার ৭%। যেমন-পাইস্কা ইউনিয়নে মোট শ্রমিক ৪জন (নারী-৩ ও পুরুষ-১) এবং যদুনাথপুর ইউনিয়নে মোট শ্রমিক ২৫জন (নারী-১ ও পুরুষ-২৪)। যা কার্যক্রম মনিটরিং জব কার্ডে হাজিরা তোলা ও মাষ্টাররোল, তৈরীর ক্ষেত্রে স্পষ্ট অনিয়ম-দুর্নীতির প্রমাণ স্বরূপ। এই বিষয়ে **১. হাবিবুর গ্রাম-কয়ড়া** তাকে মাইকে এসে বক্তব্য দেওয়ার আহবান করছি।

২.গণতদন্ত কালে শ্রমিক তালিকাতে এমন কিছু শ্রমিকের নাম পাওয়া যায়, যারা নিজেরাও জানত না তাদের নাম শ্রমিক তালিকাতে রয়েছে। তদন্তে ৮জন (নারী-২ ও পুরুষ-৬) জানতে পারে তাদের নাম শ্রমিক তালিকাতে রয়েছে। এমনকি তদন্তের সময় তারা জানতে পারে তাদের নাম ব্যবহার করে অন্যরা ব্যাংক হতে মজুরীর টাকা তুলে নিয়েছে। পাইস্কা ইউনিয়নের তুলনায় যদুনাথপুর ইউনিয়নে এই অনিয়ম-দুর্নীতির পরিমাণ অনেক বেশি। **এই বিষয়ে ১. রেহানা, গ্রাম-পাতলাচড়া ২. বাদশা, গ্রাম- চারি শিমুল ৩. নজরুল গ্রাম- শ্রীহরিপুর, আয়রন, গ্রাম- গোবিন্দচরণ**। তাদের মাইকে এসে বক্তব্য দেওয়ার আহবান করছি।

৩. গণতদন্ত দলের কাছে মোট ১৩জন (নারী-৫ ও পুরুষ-৮) শ্রমিক পরিষ্কারভাবে তথ্য-উপাত্ত ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করে যে, তারা ব্যাংক থেকে মজুরীর টাকা তুলে ব্যাংকের বারান্দাতেই অর্থের অংশ বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এসব শ্রমিকরা তদন্ত দলের কাছে এই অনিয়ম কে চাঁদাবাজী হিসেবে দাবী করে বলেন, সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী দেয়ার ব্যবস্থা করেছে, তবে শ্রমিকদের মজুরী উত্তোলন এবং অর্থের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বিষয়ে সাক্ষী দেওয়ার জন্য **১. মোহর আলী, গ্রাম-ঝিকুটিয়া।**

৪. তদন্ত দল মোট ৪০৭জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহন করে। সাক্ষাৎকারে গণতদন্ত দলের কাছে মোট ৩১৪জন (নারী-১১১ ও পুরুষ-২০৩)। শ্রমিক দাবী করে তারা মাষ্টাররোল অনুযায়ী মজুরী পায়নি। উল্লেখ্য তদন্তকালে সাক্ষাৎকারীদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ হয়েছে যদুনাথপুর ইউনিয়নে কোন শ্রমিক ৩৫ দিনের বেশি মজুরী পায়নি। অথচ মাষ্টাররোলে সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৪০ দিনের মজুরী পরিশোধ দেখানো হয়েছে। ৩১৫জন শ্রমিক দাবী করে তারা ব্যাংক হতে যতদিনের মজুরী পেয়েছে, তার চাইতে বেশি দিনের মাষ্টাররোল তৈরী করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী ৪০৭জন শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে এই দুর্নীতির হার ৭৭%। বাড়তি অর্থ কে নিয়েছে? কিভাবে নিয়েছে তা তারা জানে না। এই বিষয়ে সাক্ষী দেওয়ার জন্য **১. ফেরদৌসী, গ্রাম-ইসলামপুর, ২. শুক্কুর আলী গ্রাম-উখারিয়াবাড়ী ৩. আজিরন গ্রাম- গোলাপবাড়ী।**

গণতদন্ত দল মাষ্টাররোল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নলিখিত দূর্বলতা খুঁজে পান। এসব কারণে অনিয়ম-দুর্নীতি আরো বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে। যেমন-

পাইস্কা ইউনিয়নঃ

১. ৫ মে ২০১১ মোট ২১৯জন শ্রমিকের নামে তৈরী করা মাষ্টাররোলে সনাক্তকারীর কলামে কোন স্বাক্ষর নেই।

২. ১৯ মে ২০১১ মোট ২১৯জন শ্রমিকের নামে তৈরী করা মাষ্টাররোলে সনাক্তকারীর কলামে কোন স্বাক্ষর নেই। তবে রাইট চিহ্ন দেয়া আছে। এছাড়া ১৪জন শ্রমিকের নামের বিপরীতে মাষ্টাররোলে কোন টিপসই বা স্বাক্ষর দেয়া নেই।

৩. ২ জুন ২০১১ মোট ২১৯জন শ্রমিকের নামের তৈরী করা মাস্টাররোলের মোট কর্মদিবস কলামে কোন দিন সংখ্যা উল্লেখ নেই, সনাক্তকারীর কলামে কোন স্বাক্ষর নেই। এমনকি প্রকল্পের নাম, তারিখ উল্লেখ নেই।

৪. কর্মসুচী বাস্তবায়ন নীতিমালার ১৯ ধারা অনুযায়ী "শ্রমিক মজুরী বাবদ সর্বোচ্চ ৫দিনের মজুরী এক সাথে পরিশোধ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে পাইস্কা ইউনিয়নে **জনতা ব্যাংক** প্রথমবার ১২দিন, দ্বিতীয়বার ১০দিন, তৃতীয়বার ১০দিন, চতুর্থবার ৮দিনের মজুরী এক সাথে পরিশোধ করে।

যদুনাথপুর ইউনিয়ন-

১. সকল মাষ্টাররোলে মোট কর্মদিবস কলামে কোন কর্মদিবসের সংখ্যা উল্লেখ নেই।

২. কর্মসুচী বাস্তবায়ন **নীতিমালার ১৯ ধারা অনুযায়ী** "শ্রমিক মজুরী বাবদ সর্বোচ্চ ৫দিনের মজুরী এক সাথে পরিশোধ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যদুনাথপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ **কৃষি ব্যাংক** প্রথমবার ৫দিন, দ্বিতীয়বার ১০দিন, তৃতীয়বার ১০দিন, চতুর্থবার ১৫দিনের মজুরী এক সাথে পরিশোধ করে।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনার নিয়ম অনুযায়ী রেকর্ডপত্রে কোন ধরনের ভুল থাকলে সংশোধন না করে অর্থ প্রদানের কোন নিয়ম বা সুযোগ, কোনটাই নেই। তাহলে শ্রমিক ও তদন্তকারী দলের সদস্যদের প্রশ্ন হলো, মাষ্টাররোলে উল্লেখিত একাধিক গুরুত্বপূর্ন ভুল থাকার পরেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিভাবে মজুরীর অর্থ প্রদান করলো?

প্রতিবেদনে আমরা নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরেছি যারা এসব অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন তারা তথ্য-প্রমান সহ সাক্ষী দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আপনাদের মতামত, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুস্থ গণতন্ত্রায়ণের পথে বিশেষ ভুমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করছি।

ভূমিহীন সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।